গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৯৫.২৭.০৬.২০২৪.৭৬

তারিখ: ২৮ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ড. মো: আরশাদ উল আলম (৭৬৭৬), সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ (ফেইসবুক) এর মাধ্যমে "পুলিশ বিভাগের অস্ত্র তুলে নেয়া হোক। তাদের হাতে অস্ত্র জনগণের জন্য অনিরাপদ", "দেশে এক আজব পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে, সাধারণ জনগণ শংকিত", "কারা জঙ্গী-গুপ্ত, কারা পৃষ্ঠপোষক, কারা জঙ্গী-গুপ্ত হত্যা টিকিয়ে রেখে সুবিধা পেতে চায়-এই সব হত্যাকান্ডের মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর আছে। দুর্বল স্ক্রীপ্টে আর কত জঙ্গী নাটক হাসিনার??? জাহিদ এফ সরদার সাদী", "শিক্ষা ব্যবস্থায় সংক্রমিত ভাইরাস অপুষ্ট ব্যবস্থা থেকে আগত", "প্রশ্নফাঁস কান্ড-খেয়ে গেল মোচওয়ালা, ধরা পড়ল দাড়িওয়ালা", "বর্তমান সরকার ধীরে ধীরে সেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর চরিত্র গ্রহণ করছে", "রোহিংগাদের ঠেকিয়ে বাংলাদেশ সরকার কি নোবেল পাবে", "শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ। মহান আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য উপযুক্ত প্রতিদান, উত্তম পুরস্কার কামনা করছি। তিনি ঘুষ নামক হারাম আয় ও ব্যয়কে বৈধতা দিয়েছে। তাঁর ঘোষণার তারিখ থেকে ঘুষ আদান প্রদানে গুনাহ/পাপ থেকে সংশ্লিষ্টরা রক্ষা পাবে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রোপ্রাগান্ডা চালানোর বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যা মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; আপনার এরুপ কার্যকলাপ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৯' এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুকে তাদের ব্যক্তিগত ওয়াল ও বিভিন্ন গ্রুপে সহকর্মী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে অশোভন, অনৈতিক, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও উস্কানিমূলক বক্তব্য হতে বিরত থাকার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৪/০৮/২০২২ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৯৯.০২৫.২০১৫.৫৯১ সংখ্যক স্মারকপত্রের নির্দেশনার পরিপন্থী;

যেহেতু, প্রজাতন্ত্রের একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আপনার উক্তরূপ কার্যকলাপ আচরণ বিধি পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঙ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "নাশকতামূলক" এর পর্যায়ভূক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ;

সেহেতু, উপর্যুক্ত অপরাধে আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঙ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "নাশকতামূলক" এর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী কেন আপনার উপর "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" অথবা অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না তা এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হলো। আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। যে অভিযোগ বিবরণীর উপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণীত হয়েছে তা এ সাথে সংযুক্ত করা হলো।

১১/০২/২৪

(সোলেমান খান)
সচিব

সংযুক্তি: অভিযোগবিবরণী।

বর্তমান কর্মস্থল:
ড. মো: আরশাদ উল আলম (৭৬৭৬)
সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ।

স্থায়ী ঠিকানা:
ড. মো: আরশাদ উল আলম (৭৬৭৬)
পিতা: মোহাম্মদ আবু তাহের
গ্রাম: ফাতেহ আলী চৌদুরী বাড়ী, ডাকঘর: উত্তর মাদার্শা; থানা: হাটহাজারী, জেলা: চট্টগ্রাম।

অনুলিপি:
১। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অভিযোগবিবরণী

ড. মো: আরশাদ উল আলম (৭৬৭৬), সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণিবিদ্যা, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম কর্তৃক সামাজিক যোগাযোগ (ফেইসবুক) এর মাধ্যমে "পুলিশ বিভাগের অস্ত্র তুলে নেয়া হোক। তাদের হাতে অস্ত্র জনগণের জন্য অনিরাপদ", "দেশে এক আজব পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে, সাধারণ জনগণ শংকিত", "কারা জঙ্গী-গুপ্ত, কারা পৃষ্ঠপোষক, কারা জঙ্গী-গুপ্ত হত্যা টিকিয়ে রেখে সুবিধা পেতে চায়-এই সব হত্যাকান্ডের মধ্যে সব প্রশ্নের উত্তর আছে। দুর্বল স্ক্রীপ্টে আর কত জঙ্গী নাটক হাসিনার??? জাহিদ এফ সরদার সাদী", "শিক্ষা ব্যবস্থায় সংক্রমিত ভাইরাস অপুষ্ট ব্যবস্থা থেকে আগত", "প্রশ্নফাঁস কান্ড-খেয়ে গেল মোচওয়ালা, ধরা পড়ল দাড়িওয়ালা", "বর্তমান সরকার ধীরে ধীরে সেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর চরিত্র গ্রহণ করছে", "রোহিংগাদের ঠেকিয়ে বাংলাদেশ সরকার কি নোবেল পাবে", "শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ। মহান আল্লাহর নিকট তাঁর জন্য উপযুক্ত প্রতিদান, উত্তম পুরস্কার কামনা করছি। তিনি ঘুষ নামক হারাম আয় ও ব্যয়কে বৈধতা দিয়েছে। তাঁর ঘোষণার তারিখ থেকে ঘুষ আদান প্রদানে গুনাহ/পাপ থেকে সংশ্লিষ্টরা রক্ষা পাবে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী প্রোপ্রাগান্ডা চালানোর বিষয়ে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর কর্তৃক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যা মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা এর তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত 'সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার নির্দেশিকা-২০১৯' এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার সদস্যদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুকে তাদের ব্যক্তিগত ওয়াল ও বিভিন্ন গ্রুপে সহকর্মী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে অশোভন, অনৈতিক, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও উস্কানিমূলক বক্তব্য হতে বিরত থাকার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৪/০৮/২০২২ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৯৯.০২৫.২০১৫.৫৯১ সংখ্যক স্মারকপত্রের নির্দেশনার পরিপন্থী;

ড. মো: আরশাদ উল আলম (৭৬৭৬), সহযোগী অধ্যাপক (প্রাণিবিদ্যা), সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ এর উক্তরূপ কার্যকলাপ আচরণ বিধি পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঙ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "নাশকতামূলক" এর পর্যায়ভূক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

১২/০২/২৪

(সোলেমান খান)
সচিব